বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের কল্যাণার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। ০৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেট প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১' (২০১১ সালের ৩নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ সন হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের ৪র্থ তলায় এই ফাউন্ডেশন অফিসের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

২. রূপকল্প : ক্রীড়াসেবীদের দারিদ্র হ্রাস ও ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।

৩. অভিলক্ষ্য : ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের

কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস এবং ক্রীড়ার মান উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

৪. কার্যাবলী :

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১'-এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(ক) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা;

(খ) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা;

(গ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

(ঘ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা;

(ঙ) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান করা;

(চ) অসচ্ছল, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ছ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(জ) তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও পরিচালনা করা বা বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঝ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;

(ঞ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;

(ট) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঠ) উপরি-উক্ত দফাসমূহে উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

৫. পরিচালনা বোর্ড :

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১'-এর ৬ ধারার বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে :

(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
(খ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	ভাইস চেয়ারম্যান
(গ) যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঘ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঙ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(চ) সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ছ) উপ-সচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(জ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত নির্বাহী কমিটির সদস্য	-	সদস্য
(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন	-	সদস্য
(ঞ) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য সচিব

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নিম্নরূপ ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ/জনবল অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব ফাউন্ডেশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান অস্থায়ী জনবলের বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্র.নং	পদের নাম	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
(ক)	সচিব	১ জন		-
(খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
(গ)	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকত	১ জন		
(ঘ)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	১ জন	
(ঙ)	অফিস সহায়ক	১ জন	১ জন	
	মোট:	**৫ জন**	**২ জন**	

গত ২১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের জন্য ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রীয়াধীন রয়েছে।

৭. বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহ :

(ক) ফাউন্ডেশনের সিডমানি/ তহবিল :

ফাউন্ডেশন সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে ৭.২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ফাউন্ডেশনকে ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং ০৭ জুলাই ২০২০ তারিখে আরো ১০ (দশ) কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকাসহ ফাউন্ডেশনের সর্বমোট সিডমানি ২৭.৮৫ কোটি টাকা বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে - যার মুনাফা এবং প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।

(খ) মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান :

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্র.নং	অর্থ-বছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রাপ্তদের সংখ্যা ও হার (টাকায়)	অর্থের পরিমান (টাকায়)
০১.	২০০৯-২০১০	৮০ টি	৮০ জন (১০,০০০/-)	৮,০০,০০০/-
০২.	২০১১-২০১২	১৫০ টি	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
০৩.	২০১২-২০১৩	৭১৯ টি	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-
০৪.	২০১৪-২০১৫	১০৯৪টি	৬১৩ জন (১৫,০০০/-)	৯১,৯৫,০০০/-
০৫.	২০১৫-২০১৬	১২৫০টি	৬৩০ জন (১৫,০০০/-)	৯৪,৫০,০০০/-
০৬.	২০১৬-২০১৭	১৩২৯টি	৬৩৮ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৭০,০০০/-
০৭.	২০১৭-২০১৮	১৭৫২টি	৬৪৫ জন (১৫,০০০/-)	৯৬,৭৫,০০০/-
০৮.	২০১৮-২০১৯	১৭৬২টি	১০৫০ জন (১৫,০০০/-)	১,৫৭,৫০,০০০/-
০৯	২০১৯-২০২০	৩৩৫০টি	১১৫০ জন (২৪,০০০/-)	২,৭৬,০০,০০০/-
১০.	২০২০-২০২১	৪২০৫টি	১১৭০ জন (২৪,০০০/-)	২,৮০,৮০,০০০
			মোটঃ ৬,৬১৯ জন	**মোটঃ ১১,৯২,১৫,০০০/-**

২০২০-২০২১ অর্থ-বছর হতে ফাউন্ডেশন থেকে ক্রীড়াসেবীদের প্রতিজনকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হারে (বছরে ২৪,০০০/- টাকা) মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি (২০১১-২০১২ হতে ২০২০-২০২১) সর্বমোট ৬,৬১৯ জন অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে ১১,৯২,১৫,০০০/- টাকা মাসিক ভাতা/এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) চিকিৎসা সহায়তা প্রদান:

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র.নং	বিবরণ
০১.	বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থী অগ্নিদগ্ধ মাহবুব এ এলাহীকে ১ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০২.	সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (জাতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার) বেগম আশেদা খাতুন রোমাকে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০৩.	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়ার জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ১ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০৪.	সাবেক জাতীয় শ্যুটার ও জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ বেগম সাবরীনা সুলতানাকে ১ লক্ষ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৫.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্কীট শ্যুটার জনাব নুরুদ্দীন সেলিম-কে "কিডনি" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৬.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পিস্তল শ্যুটার জনাব আতিকুর রহমান-কে "ক্যান্সার ও পায়ের Atary ব্লক রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৭.	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেজিস্ট্রিকৃত খেলোয়ার জনাব মোঃ শাহজাহান আহম্মেদ সুজন-কে "কিডনি" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৮.	সাবেক ফুটবল খেলোয়ার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে "ব্রেইন স্ট্রোক" রোগের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৯.	সাবেক ফুটবল খেলোয়ার জনাব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ-কে"কিডনি" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১০.	ক্রীড়া সংগঠক জনাব আহসান আহমেদ-কে "কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১১.	সাবেক ফুটবল/ক্রিকেট খেলোয়ার জনাব অহি ভুষন রায় সরকার-কে "কোমড় ও হাটু ভাঙ্গা" রোগের চিকিৎসার জন্য ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১২.	সাবেক ক্রিকেট খেলোয়ার জনাব মোঃ জিলকারনী আল মামুন (জিল্লু)-কে "কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনিরুজ্জামানকে "ফুসফুসের ইনফেকশন" রোগের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন সময়ে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতারসহ বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে জরিত খেলোয়ার জনাব মুক্তা জাহান-কে "উচ্চতর প্রশিক্ষণ"-এর জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৫.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কারাতে খেলোয়ার জনাব মরিয়ম খাতুন-কে "লিগামেন্ট" রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৬.	জাতীয় পদকপ্রাপ্ত প্রাক্তন এ্যাথলেট খেলোয়ার জনাব মোঃ শাহ্ জামান (কাঞ্চন)-কে "লিভার" রোগের

	চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৭.	জেলা ফুটবল টিমের একজন সাবেক খেলোয়ার এবং গাজীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন ক্রীড়া সংগঠক জনাব সাইফুল ইসলাম ভোলা-কে হার্টে ব্লক, কণ্ঠনালী, লিভার, কীডনীতে পাথর ও কোমরের হাড় ক্ষয় এবং চোখের সমস্যাসহ ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
১৮.	সাবেক ফুটবল খেলোয়ার ও ক্রীড়া সংগঠক জনাব মাহমুদ জামাল-কে ফুসফুসের রোগের চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(ঘ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছর হতে ফাউন্ডেশনের মাসিক ভাতা/এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ই-নথির মাধ্যমে অফিসের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র কর্মকর্তা
বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।